ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান
প্রধান কার্যালয়
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.sfdf.gov.bd

স্মারক নং-৪৭.৬৫.০০০০.০৬১.৩৬.০৮৪.২২.-১৯০০

তারিখ: ১৮।০৪।১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০২।০৮।২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত

সূত্র: পউসবি প্রতিষ্ঠান শাখা-১ এর স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৩৩.১৬.০২৫.২৩.৩৭২, তারিখ: ১৬ জুলাই,২০২৩ খ্রি:।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত ফাউন্ডেশনের তথ্যাদি সম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদন নিকস ফন্টে (সফট্‌কপি ও হার্ডকপি) এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ১১ পাতা।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মোবা: ০১৭৬৯-৫৯৪২০০
ফোন: ০২-৮১৮০১৫০
ই-মেইল-info@sfdf.gov.bd

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(দৃ: আ: জনাব ড. অশোক কুমার বিশ্বাস
সিনিয়র সহকারী সচিব
প্রতিষ্ঠান শাখা-১।)

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান
প্রধান কার্যালয়
পল্লী ভবন (৭ম তলা)
৫, কাওরান বাজার,ঢাকা-১২১৫
www.sfdf.gov.bd

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২৮ ধারার বিধান মতে যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণের মাধ্যমে "ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (Small Farmers Development Foundation)" নামে এ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের ৮টি দেশে (যেমন- বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রিলংকা, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া ও থাইল্যান্ড) ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে "Asian Survey on Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD)" শীর্ষক একটি স্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রতিবেদনের মূল পর্যবেক্ষণ ছিল প্রচলিত উন্নয়ন ব্যবস্থায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী উন্নয়ন প্রচেষ্টা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে এবং এদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবেদনে গ্রামীণ দরিদ্রদের সকল প্রকার সেবা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের নিয়ে একটি 'গ্রহণকারী ব্যবস্থা' গড়ে তোলা এবং 'প্রদানকারী ব্যবস্থা'কে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করা হয়।

এ প্রেক্ষাপটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৭৫-১৯৭৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি) নামক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়া কর্তৃক ১৯৭৬-১৯৮০ সময়ে এবং ১৯৮০-১৯৮৪ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। অত:পর ১৯৮৫ হতে ২০০৪ পর্যন্ত বার্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। বিভিন্ন সংস্থার মূল্যায়নের ভিত্তিতে একে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করা হয়। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় সংগঠিত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে উৎপাদন, আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে জামানতবিহীন ঋণ প্রদাণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফাউন্ডেশন গঠনের প্রাক্কালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে গঠিত 'টাস্ক ফোর্স' কর্তৃক সুপারিশকৃত আবর্তক ঋণ তহবিল নিয়ে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম দেশের ৮টি বিভাগের ৩৬টি জেলার ২০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য:

প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের একটি সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আর্থিক সহায়তাদান, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং "ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন'কে একটি টেকসই আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।

ফাউন্ডেশনের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১.প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়ের উৎস বাড়ানো এবং তাদের আয় বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা;

২.ফাউন্ডেশনের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিচালনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;

৩. সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের সংগঠিতকরণ, তদারকি করা, সমন্বয় সাধন, পরিচালনা ও সহযোগিতা করা;

৪. ফাউন্ডেশনের সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা;

৫. ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গঠিত কেন্দ্রের সদস্য/সদস্যাদেরকে 'জামানত বিহীন' ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

৬. কেন্দ্রভুক্ত সদস্য/সদস্যাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব/কেন্দ্রের পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৭. ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও কেন্দ্রভূক্ত সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের নেতা/নেত্রী উভয়ের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিশেষ করে সুফলভোগীদেরকে আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৮. কেন্দ্রভূক্ত সদস্য/সদস্যাদের বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ও নারীর ক্ষমতায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান;

৯. সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের জন্য নতুন নতুন এবং যথোপযুক্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান, প্রচার ও প্রয়োগে উৎসাহিতকরণ ও কার্যকর প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন;

১০. কেন্দ্রভূক্ত সদস্য/সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে প্রাসঙ্গিক তথ্য, উপদেশ অথবা অন্যান্য সেবায় অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১১. দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে গবেষণা কর্ম পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ;

১২. আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ও সম্মেলনের আয়োজন করা;

১৩. ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও অগ্রগতি বিষয়ে প্রতিবেদন, সাময়িক পত্র, প্রবন্ধ, বুলেটিন, জার্নাল এবং বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৪. ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য অর্জনে কৃষি শিক্ষা, সামাজিক, বাণিজ্যিক, শিল্প সংস্থান কর্মকান্ডের উদ্যোগ গ্রহণ।

কার্যাবলি

১। গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;

২। সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৪। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন ; এবং

৫। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে -মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

৬। করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্থ সুফলভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ও মাঝারিকুটির শিল্প খাতে কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিলের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহযোগিতা প্রদান।

প্রতিবেদনাধীন ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয় । পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং সর্বশেষ সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুন্নয়ন খাত হতে থোক আরো ৪.০০ কোটি আবর্তক ঋণ সহায়তা পাওয়া যায় । ২০০৯ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নবান্ধব সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের জন্য Japan Debt Cancellation Fund

(JDCF) থেকে ২৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অপর একটি এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরো একটি প্রকল্পসহ মোট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে দেশের ২৮টি জেলার ১১৯ টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সর্বমোট ১২৮.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল সহযোগিতা পায়। ফলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৫৪ টি উপজেলাসহ দেশের ৩৬টি জেলার ২০০ টি উপজেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।

২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ১০০.০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় ১০০.০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ফলে বর্তমানে ২৪২.১৮ কোটি টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' চলমান প্রকল্প হতে তহবিল প্রাপ্তি ২৭.১৮ কোটি এবং সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধিসহ সর্বমোট ২৮৪.৮৬ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল এর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছর ও জুন ২০২৩ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

একনজরে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		২০২২-২৩ অর্থ বছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন, ২০২৩ পর্যন্ত
১। ঋণ কার্যক্রম শুরু	:	-	২০০৭ সালে
২। কার্যক্রম বিস্তৃত জেলা	:	-	৩৬টি
৩। উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা	:	২৭	২০০টি
৪। ক্রমপুঞ্জিত কেন্দ্র গঠন (সংখ্যা)	:	৭১৩	৮২৪১
৫। ক্রমপুঞ্জিত সদস্য ভুক্তি (জন)	:	১৫৮৪৯ জন	২,৫৪৭২৫
৬। ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমা		২৭৫৮.৩৬	১৫৪৬০.২০
৭। ঋণ বিতরণ (আসল)		২৮৩২৪.৭৩	১৭২৪১১.৯৭
৮। ঋণ আদায় (আসল)		২৭৭৮৪.৮০	১৪৭৮৫৭.৬৭
৯। সার্ভিস চার্জ আদায় (১১%)		২৭৯৭.২৮	১৬২৫৯.৮১
১০। বিদ্যমান সদস্য (জন)	:	-	১,১৭৮১২
১১। সঞ্চয় স্থিতি	:	-	৪১৬৩.০০ টাকা
১২। রাজস্ব খাতের বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১৪০০.০০ টাকা
১৩। ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে তহবিল প্রাপ্তি	:	-	১২৮১৮.০০ টাকা
১৪। কোভিড-১৯তহবিল প্রাপ্তি		-	১০০০০.০০ টাকা
১৫। চলমান প্রকল্প হতে প্রাপ্তি		২৭১৮.০০	২৭১৮.০০ টাকা

বিবরণ		২০২২-২৩ অর্থ বছরে অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন, ২০২৩ পর্যন্ত
১৬। সার্ভিসচার্জ প্রবৃদ্ধি	:	-	১৫৪৯.৮৮ টাকা
১৭। সর্বমোট আবর্তক ঋণ তহবিল (১২+১৩+১৪+১৫+১৬)			**২৮৪৮৫.৮৮ টাকা**
১৬। ক্রমপুঞ্জিত সার্ভিসচার্জ আদায়	:	২১৫৮.০০	১৬২৫৯.৮১ টাকা
১৭। মাঠে বিনিয়োগ স্থিতি (সার্ভিস চার্জসহ)	:	-	২৪৬৩৯.০০ টাকা
১৮। সঞ্চয়ের টাকা বিনিয়োগে আছে	:	-	২৬৯৬.০০ টাকা
১৯। খেলাপি স্থিতি	:	-	৪২৭৭.১০ টাকা
২০। অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তন	:	-	প্রধান কার্যালয়সহ ২০০ টি উপজেলা কার্যালয়
২১। ঋণ আদায়ের হার	:	-	৯৭.১৯%

২০২২-২৩ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি:

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ১০–২৫ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে। ২০২২–২০২৩ অর্থ বছরে ৭১৩ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১৫৮৪৯ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয় । জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৮২৪২ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,৫৪৭২৫ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায় :

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে এক বছর/দেড় বছর/ দুই বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ২০২২–২০২৩ অর্থ বছরে ২৮৩২৪.৭৩ (আসল) লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ২৭৭৮৪.৮০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১৭২৪১১.৯৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১৪৭৮৫৭.৬৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭.১৯ ভাগ ।

পুঁজি গঠন:

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ৫০ টাকা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণে মাসিক ৫০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে । ২০২২–২০২৩ অর্থ বছরে ২৭৫৮.৩৬ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১৫৪৬০.২০ কোটি টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২২–২০২৩ অর্থ বছরে ৮৫৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪৮৯৯জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সুফলভোগী প্রশিক্ষণ:

সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২–২০২৩ অর্থ বছরে ৮০০০ জন সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪৮৯৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৫৯১৪৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী । ফাউন্ডেশনের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ভর্তিকৃত ২,৫৪,৭২৫ জন সদস্যদের মধ্যে ২,৩৬,৪৩৮ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৪%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ২০২২–২০২৩ অর্থ বছরে ২৮৩২৪.৭৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং এ সকল নারী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ২৭৫৮.৩৬ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে । প্রতিটি সমিতি/ কেন্দ্রের নারী সভাপতি, ম্যানেজার এবং সদস্যদের মধ্যে যারা সৃজনশীল ও নারী নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম এবং সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে এ পর্যন্ত ৪৬,৩৮৯৬ জন নারী সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণ লব্দ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে অবদান রাখতে পেরেছেন। ফলে নারীদের উৎপাদন, আত্ন-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আত্ন-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, ও শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ ফাউন্ডেশনের নারী সুফলভোগীদের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

কোভিড-১৯ পরবর্তী উত্তরণ এবং অর্থনীতিকে সুসংগত রাখার জন্য করণীয় বিষয়ঃ

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে করোনা সংকট মোকাবিলায় পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীন এলাকায় ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় এসএফডিএফ-কে গত ২৩।০২।২০২১ তারিখে ১০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০ কোটি টাকা মোট ১০০ কোটি টাকা জুন ২০২২ পর্যন্ত ৭৫০৪ জন সদস্যের মাঝে যথাযথ ভাবে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

চলমান প্রকল্প

"রূপকল্প-২০৪১ দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গত ০১-০৬-২০২২ একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে, এবং ০২-০৮-২০২২ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুতুলে ৩১২৬.০৩ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। এর মধ্যে ২৭.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল পাওয়া যায় যা প্রকল্পের নতুন ২৭ টি উপজেলা ও ফাউন্ডেশনের ৬৯ টি উপজেলাসহ মোট ৯৬টি উপজেলায় মাঠ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

সাংগাঠনিক কার্যক্রমঃ (ক)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)
০১।	জনবল নিয়োগ	জন	২১৯	১১৪	৫২%
০২।	জনবলের প্রশিক্ষণ	জন	৪২৫	১০৩	%২৪
০৩।	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ	জন	৫০০০	১০২৫	২০%৫০.
০৪।	জনবল পোষ্টিংপদায়ন/	জন	২১৯	৮০	%৩৭
০৫।	মাঠ পর্যায়ের অফিস স্থাপন	সংখ্যা	৯৬	৭৫	৭৮%১৩.
০৬।	মাঠ কার্যালয়ের ব্যাংক হিসাব খোলা	সংখ্যা	২৮৮	২৮৮	১০০%
০৭।	অর্থ ছাড়করণ (লক্ষ টাকায়)	টাকা	৩১৮৪৬৮.	৩১২৬০৩.	৯৮.১৫%
০৮।	আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ	সংখ্যা	১৯৬৭	৩৬৬	১৯%
০৯।	কম্পিউটার ও অন্যান্য ক্রয় ও সরবরাহ	সংখ্যা	২৬৯	১১৭	৪৩%
১০।	অফিস সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহ	সংখ্যা	১৫	০৪	২৭%
১১।	মোটরযান ক্রয় (জীপ)	সংখ্যা	১	-	পরিপত্র অনুযায়ী ক্রয় স্থগিত রয়েছে
১২।	মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	৫৫	-	
১৩।	অফিস সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ (কার্যালয় সংখ্যা)	সংখ্যা	৯৬	৯৬	১০০%

খ(মাঠ কার্যক্রমঃ

প্রকল্প অনুমোদন পরবর্তীতে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পাদন শেষে মার্চ, ২০২৩ হতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয় । এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২২০-২৩ অর্থ বছরের মে ২০২৩,পর্যন্ত ০৩ মাসে মাঠ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০২২ ২৩-অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	০৪ মাসের লক্ষ্যমাত্রা	০৪ মাসের অগ্রগতি	০৪ মাসের অগ্রগতির হার (%)	বছরের অগ্রগতির হার (%)
০১।	কেন্দ্র গঠন (সংখ্যা)	২১৭	৭২	১১৫	১৬০%	৫৩%
০২।	সদস্য ভুক্তি (জন)	৫৪১০	১৮০৩	৭৫৮	৪২%	১৪%
০৩।	সঞ্চয় আদায় (লক্ষ টাকায়)	২৭৬৯২.	৯২৩০.	৯৩২৭.	১০১%	৩৩%৬৮.
০৪।	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	৮৮৪৪৫৫.	২৯৪৮১৮.	৭৭৩৫১.	২৬%২৪.	৮%৭৫.
০৫।	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৫৯৯২২৯.	১৯৯৭৪৩.	৪৭৫৪.	২%৩৮.	০%৭৯.
০৬।	সার্ভিস চার্জ আদায় (লক্ষ টাকায়)	৫৯৩৮৩.	১৯৭৯৪.	৪৭১.	২%৩৮.	০%৭৯.

প্রস্তাবিত প্রকল্প :

প্রস্তাবিত প্রকল্প "দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প " ২৬৩.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে, যার জনবল অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে আছে । প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদন হলে নতুন ৫০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

কর্মশালা সংক্রান্ত

চিত্র: গত ২৮-২৯ আগষ্ট,২০২২ সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার (সিআইসিসি)-এ "এসএফডিএফ এর ঋণ কার্যক্রম সহজীকরণ ও মাঠ কার্যক্রম জোদারকরণ" শীর্ষক কর্মশালার একাংশ।
অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা

চিত্র: ১৭ সেপ্টেম্বর,২০২২ তারিখে কাহালু উপজেলা কার্যালয়, বগুড়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা।

এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর

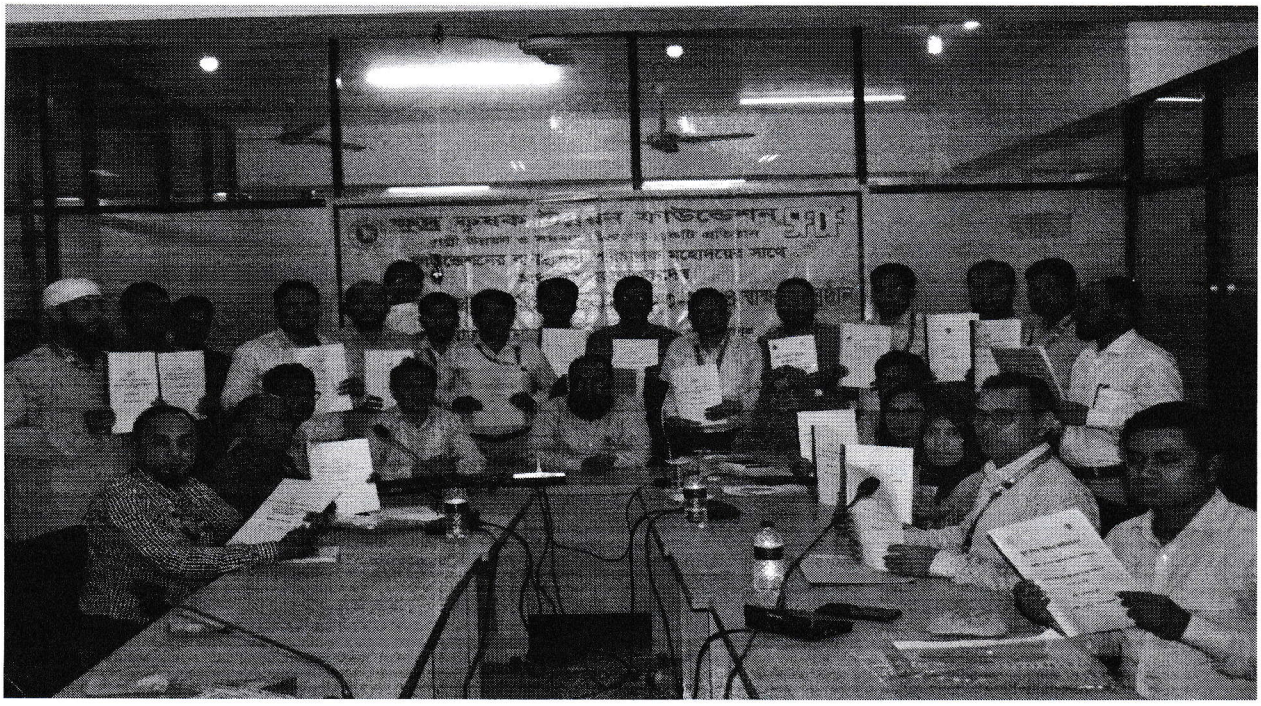

চিত্র: ২১।০৫।২০২৩ ফাইন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চুক্তি সাক্ষর অনুষ্ঠান।

আয়বর্ধণমূলক কার্মকান্ডে (আইজিএ) প্রশিক্ষণ

চিত্র আলমডাঙ্গা উপজেলা কার্যালয়ে বসাতভিটায় শাক সবজি ও ফলফলাদি চাষের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স

চিত্র: বড়লেখা উপজেলা কার্যালয়ে বসাতভিটায় শাক সবজি ও ফলফলাদি চাষের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স

চিত্র: কোটালীপাড়া উপজেলা কার্যালয়ে গোবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী প্রতিপালনের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স

মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক